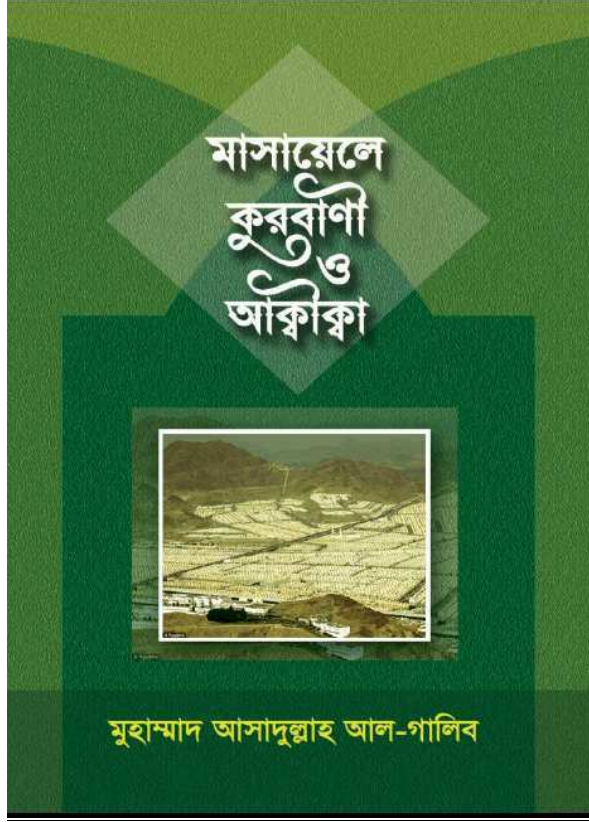


কুরবানীর পশুতে ভাগে শরীক হওয়া

-কামাল আহমাদ

আমরা নিচের বইটিতে কুরবানীর পশুতে শরীক হওয়া বা ভাগা সম্পর্কিত বিষয়ে যে বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করব, ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ। (আমাদের বিশ্লেষণ লাল ও নীল কালিতে)



প্রকাশক

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোনঃ (অনুঃ) (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।

হা. ফা. বা. একাশনাঃ ৫।

مسائل الأضحية والعقيقة

د. محمد أسد الله الغالب

॥ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ॥

১ম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৭

২য় সংস্করণ : মার্চ ১৯৯৫

৩য় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০০০

বর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ : জানুয়ারী ২০০৫

৫ম সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৯।

কম্পোজ:

হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ:

দি বেঙ্গল প্রেস, বাণীবাজার, রাজশাহী, ফোন: ৭৭৪৬১২।

নির্ধারিত মূল্য: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

MASAIL-I-QURBANI & AQEEQAH by Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib, Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi. Published by HADEETH FOUNDATION BANGLADESH, Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax: (0721) 861365. Fixed price: 20.00 only.

পৃষ্ঠা নং ৪ ১৫ থেকে শুরু

লেখকের বক্তব্য :

(৪) নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশুই যথেষ্ট:

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন.... অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পড়লেন,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

'আল্লাহর নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন।^{৪১}

৪১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।

বিশ্লেষণ-১ :

উল্লিখিত বর্ণনাটিতে ১) নবী ﷺ নিজের ২) তাঁর পরিবারের ৩) তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে একটি দুম্বা কুরবানীর প্রমাণ পাওয়া গেল। যা থেকে বুঝা যায়, একটি দুম্বাতে নবী ﷺ নিজের পরিবার ছাড়া উম্মাতকেও শরীক করেছেন। অর্থাৎ মুকীম অবস্থায় একটি দুম্বাতে পরিবার ছাড়া অন্যান্য মুসলিমদেরকে শরীক করানোর দলীল রয়েছে। অথচ লেখক এই হাদীসটি থেকে দলীল নিয়েছেন “নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে”। অন্য বর্ণনাতে নবী ﷺ-এর কুরবানীর দু'আটি হল :

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي

“বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, (ইয়া আল্লাহ!) এটি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা যহুহা (কুরবানী) করতে পারে নি তাদের পক্ষ থেকে।” [আবু দাউদ - باب فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ - (অনুচ্ছেদ : একটি জামা'আত বা দলের পক্ষ থেকে একটি বকরী যহুহা (কুরবানী) করা) আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহকীককৃত আবু দাউদ হা/২৮১০)। কেননা হাদীসটির সমর্থনে সহীহ মুসলিমের পূর্বোক্ত হাদীসটিই যথেষ্ট।]

অর্থাৎ হাদীসটির অংশবিশেষকে ত্যাগ করা হয়েছে। যদি বলা হয়, উম্মাতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা নবী ﷺ-এর সাথে খাস (সুনির্দিষ্ট)। সেক্ষেত্রে আমরা বলব, এই হাদীসটিতে গরু বা উটের বর্ণনা নেই, বরং **একটি দুম্বার** বর্ণনা এসেছে। এজন্যে ভাগে কুরবানীর আলোচনাও নেই। কেবল সওয়াবের ক্ষেত্রে নবী ﷺ উম্মাতকে একটি দুম্বাতে শরীক করেছেন। সর্বোপরি হাদীসটিতে মুক্কীম অবস্থায় **একটি দুম্বাতেই** নিজের পরিবার ছাড়া মুসলিমদেরকে **শরীক** করার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুক্কীম অবস্থায় বকরী সংক্রান্ত **উক্ত হাদীসটিতে গরু বা উটে ভাগে কুরবানীর কোন বিরোধীতা নেই**। তবে বকরীতে মুসলিমদেরকে শরীক করানোর মর্ম দ্বারা গরু বা উটের ক্ষেত্রে শরীক করাটাও জায়েয হয়। এ পর্যায়ে উট বা গরুর অন্যান্য হাদীসগুলো শরীকানা কুরবানীর ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য। (আলোচনা ও প্রমাণ সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ)

নবী ﷺ নিজের উম্মাতকে কুরবানীর সওয়াবের ক্ষেত্রে শরীক করার জন্য এতটা আগ্রহী ছিলেন যে, এজন্যে তিনি কুরবানীর পশু দান বা বন্টনও করতেন।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ قَالَ صَحَّ بِهَا

“উকবা ইবনে আমির যুহানী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কতগুলো কুরবানীর পশু বন্টন করলেন। তখন উকবা রাঃ-এর ভাগে পড়ল একটি বকরীর বাচ্চা। উকবা রাঃ বলেন, তখন আমি বললাম : ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার ভাগে এসেছে একটি বকরীর বাচ্চা। তিনি বললেন : সেটাই কুরবানী করে নাও।” [সহীহ বুখারী – কিতাবুল আযাহী بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيِّ بَيْنَ النَّاسِ (অনুচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক জনগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন); অনুরূপ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত (এমদা) ৩/১৩৭২ নং]

অর্থাৎ নবী ﷺ-এর উদ্যোগ এতটাই ব্যাপক ছিল যে, তিনি উম্মাতকে নানাভাবে কুরবানীর সওয়াবে শরীক করার চেষ্টা করতেন। একারণেই ইমাম আবু দাউদ অনুচ্ছেদ লিখেছেন “জামা’আতের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী”। সুতরাং আমাদেরও চিন্তা করা উচিত কিভাবে উম্মাতকে কুরবানীর সওয়াবে নবী ﷺ-এর দেয়া পদ্ধতিতে শরীক করানো যায়।

আনাস (রা) বর্ণনা করেন :

وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُذُنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ

“(হজ্জে) নবী ﷺ সাতটি বুদনা (উট) নহর করেন আর **মদীনাতে** হুটপুট শিং বিশিষ্ট দু’টি দুম্বা যহহা (কুরবানী) করেন।” [সহীহ বুখারী – কিতাবুল হজ্জ بَابُ النحر البدن قائمة...]

এক্ষেত্রে সাহাবীগণ রাঃ নবী ﷺ-কে অনুসরণ করেছেন মর্মে প্রমাণ আছে। যেমন, আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ قَالَ أَنَسٌ : وَأَنَا أَضَحِّي بِكَبْشَيْنِ

“নবী ﷺ দু’টি দুম্বা কুরবানী করতেন। আনাস রাঃ বলেন, আমিও দু’টি দুম্বা কুরবানী করি।” [নাসায়ী – কিতাবুল আযহা بَابُ الْكَبِشِ ; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (তাহকীককৃত নাসায়ী হা/৪৩৭৫)]

এখন প্রশ্ন, নবী ﷺ কিভাবে দু’টি দুম্বা কুরবানী করতেন? বিভিন্ন হাদীসের সম্মিলিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, এই দু’টি দুম্বা কুরবানী ছিল, নবী ﷺ-এর নিজের, তাঁর পরিবারের ও উম্মাতের পক্ষ থেকে। [বিস্তারিত : মিশকাত (এমদা) ৩/১৩৬৯, ১৩৭০ ও ১৩৭৭ দ্র:]

সুস্পষ্ট হল, সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর সুনাত অব্যাহত রেখেছিলেন। যারা আমলটি মানসুখ বা নবী ﷺ-এর জন্য সুনির্দিষ্ট বলেছেন, তাদের জবাবে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত “**পরিবার ও উম্মাতের পক্ষ থেকে কুরবানীর হাদীসটির**” ব্যাখ্যায় ইমাম নববীর رحمته الله বক্তব্য নিম্নরূপ :

واستدل بهذا من جوز توضيح الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب وهو مذهبننا ومذهب الجمهور وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص وغلطه العلماء في ذلك فان النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى

“এই হাদীসটি থেকে দলীল নেয়া হয় যে, ব্যক্তির জন্য এটা জায়েয – আযহিয়াহ (কুরবানী) তার পক্ষ থেকে ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে করবে। এতে তাদেরকে সওয়াবের মধ্যে শরীক করবে। এটা আমাদের মাযহাব ও জমহুরের মাযহাব। কিন্তু ইমাম সওরী, আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যরা মাকরুহ বলেছেন। আর ইমাম তাহাবী (রহ) ধারণা করেছেন এই হাদীসটি মানসুখ (রহিত) কিংবা (নবী ﷺ-এর জন্য) মাখসুস (সুনির্দিষ্ট)। এই ব্যাপারে আলেমদের ভুল হয়েছে। কেননা আমলটি রহিত ও সুনির্দিষ্ট হওয়ার দাবী সর্বসম্মত নয়।” (শরহে মুসলিম নববী ১৩/১২৮ পৃঃ)

পক্ষান্তরে যারা “**উম্মাতের পক্ষ থেকে**” বাক্যটিকে নবীর জন্য নির্দিষ্ট বলেন, তার জবাবেও উপরোক্ত উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। তর্কের খাতিরে তাদের দাবী মেনে নিলেও সমস্যা নেই। এর জবাব “পরিবারের পক্ষ থেকে” বাক্যের মধ্যে রয়েছে। কেননা হজ্জের হাদীর ক্ষেত্রে বকরী বা দুম্বা কেবল একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রমাণিত। কুরবানীদাতার পরিবার ও মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে প্রমাণিত নয়। তাছাড়া আলোচ্য বইটির লেখকের মতামতও (পৃঃ ১৬ ‘ঘ’ নং) পরিবারের সদস্য সংখ্যা যতই হোক না কেন – একটি বকরী/দুম্বাই যথেষ্ট। আবু দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আওনুল মা’বুদে’ বলা হয়েছে :

قال الحافظ الخطابي في المعالم قوله من محمد وآل محمد ومن أمة محمد فيه دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ

عن الرجل وعن أهله وإن كثرو

“হাফেয খাত্তাবী رحمہ اللہ তাঁর ‘আল-মু‘আলিমে’ বলেছেন, নবী ﷺ-এর উক্তি ‘মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ও উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে” বাক্যটিতে একজন ব্যক্তি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী জায়েয হওয়ার দলীল রয়েছে, যদিও তারা অনেক সংখ্যক হয়।” (আওনুল মা‘রুদ - جماعة بها عن الشاة يضحي بها عن جماعة -)

ইমাম ইবনে হায়ম رحمہ اللہ লিখেছেন :

وَجَائِزٌ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاحِدَةِ أَيُّ شَيْءٍ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ وَجَائِزٌ أَنْ يُضْحِيَ الْوَاحِدُ بَعْدَ مَنْ الْأَضَاحِيِّ

“একটি আযহিয়াহতে (কুরবানীর পশুতে) শরীক হওয়া জায়েয, যদিও সেটা একটি পরিবারের পক্ষ থেকে জামা‘আত হয় কিংবা অন্যদের পক্ষ থেকে। আবার একজন কুরবানীদাতার পক্ষ থেকে একাধিক কুরবানীও জায়েয।” (মুহাল্লা - কিতাবুল আযহিয়াহ

مَسْأَلَةٌ - كِتَابُ الْآيَاتِ الْوَاحِدَةِ الْجَمَاعَةُ)

প্রমাণিত হল, নিজের কুরবানীর পশুতে মুসলিমদেরকে সর্বাবস্থায় সওয়াবে শরীক করা জায়েয।

লেখকের বক্তব্য :

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلٍ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَغَيْرَةٌ... رواه الترمذي وابوداؤد -

‘হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ’। আবুদাউদ বলেন, ‘আতীরাহ’ প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।^{৪২}

৪২. তিরমিযী, আবু দাউদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮; মির‘আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪-১৫ পৃঃ। হাদীছটির সনদ ‘শক্তিশালী’ (ইবনু হাজার, ফতহুল বারী ১০/৬ পৃঃ); সনদ ‘হাসান’ আলবানী, ছহীহ নাসাঈ (বৈরুতঃ ১৯৮৮) হা/৩৯৪০; ছহীহ আবুদাউদ (বৈরুতঃ ১৯৮৯), হা/২৪২১; ছহীহ তিরমিযী (বৈরুতঃ ১৯৮৮) হা/১২২৫; ছহীহ ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ ১৯৮৯) হা/২৫৩৩। ইমাম তিরমিযী ও বাগাভী বলেন, চারটি সম্মানিত মাসের প্রথম ও পৃথক মাস হিসাবে রজব মাসের সম্মানে লোকেরা যে কুরবানী করত, তাকে ‘আতীরাহ’ বা ‘রাজীবাহ’ বলা হ’ত (শারহুস সুন্নাহ, বৈরুতঃ ১৪০৩/১৯৮৩) হা/১২২৮-এর ব্যাখ্যা, ৪/৩৫০ পৃঃ; মির‘আত ৫/১১১ পৃঃ)। শাওকানী বলেন, প্রতি বছর রজব মাসের প্রথম দশকে যে কুরবানী করা হ’ত, তাকেই ‘রাজীবাহ’ বা ‘আতীরাহ’ বলা হয়। ইমাম নবভী বলেন, আতীরাহর এই ব্যাখ্যায় সকল বিদ্বান একমত হয়েছেন (নায়ল ৬/২৭০ পৃঃ)।

বিশ্লেষণ-২ :

হাদীসটি য‘যীফ। কেননা এর সনদে আবু রামলাহ নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মাজহুল। শায়েখ আলবানী (রহ) তাঁর তাহক্বীক্বূত সূনান চারটিতে হাদীসটিকে হাসান/সহীহ বললেও, নিজেরই তাহক্বীক্বূত মিশকাতে (১/১৪৭৮ নং) য‘যীফ হওয়াটাই হক্ব বলেছেন (১/৪৬৫-৬৫, টিকা দ্রঃ)। হাদীসটির অপর একটি দিক হল, নবী ﷺ-এর উক্ত বক্তব্যটি আরাফার ময়দানের (আবু দাউদ, আলোচ্য অনুচ্ছেদ)। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী বিদায় হজ্জের। কিন্তু বিদায় হজ্জের পরে নবী ﷺ আর কোন কুরবানী করেন নি এবং সেটা ইসলামী বিধি-বিধান চূড়ান্ত হওয়ার শেষাবস্থা। অথচ হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয়, ক) আতীরাহ বিদায় হজ্জের সময় কেবল জায়েযই ছিল না, খ) বরং ঐ মুহূর্তে নবী ﷺ উম্মাতকে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের জন্য কুরবানী ও আতীরাহ করার নির্দেশটি দেন !!?? আরো লক্ষণীয় যে, গ) নবী ﷺ বিদায় হজ্জের পর আর কোন আতীরাহ (রজব মাসের কুরবানী) ও ‘ঈদুল আযহা পান নি। যা হাদীসটির মতনগত ত্রুটির দিকে ইঙ্গিত করে। কেননা আতীরাহ নিষিদ্ধ হওয়ার স্বতন্ত্র হাদীস রয়েছে।

أخرجه أحمد والاربعة بسند قوي ولا حجة فيه :
“হাদীসটি আহমাদ ও চারজন (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী) শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন, তবে এতে (ওয়াজিব হওয়ার) দলীল নেই (ফতহুল বারী ১০/৪)। অন্যত্র হাদীসটি বর্ণনার পর ‘ফতহুল বারীতে’ ইবনে হাজারের (রহ) মন্তব্য হল : فقد ضعفه
“অবশ্য খাত্তাবী হাদীসটিকে য‘যীফ বলেছেন, কিন্তু তিরমিযী হাসান বলেছেন (ফতহুল বারী ৯/৫৯৮)।

هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من : ইমাম তিরমিযীর (রহ) বক্তব্য এতটুকুই নয়। তিনি (রহ) লিখেছেন : “هذا الوجه من حديث ابن عون (সনদটির) হাদীস ছাড়া।” (তিরমিযী - কুরবানী অধ্যায়, আলোচ্য হাদীস দ্র:)

এ কারণে মিশকাতে হাদীসটি বর্ণনার পর বলা হয়েছে, **قال الترمذی هذا حديث غريب ضعيف الإسناد** : “তিরমিযী বলেছেন : হাদীসটি সনদগত দিক থেকে গরীব ও য’যীফ” [মিশকাত (এমদা) ৩/১৩৯৩] মিশকাতের সঙ্কলক য’যীফ উল্লেখ করাতে শায়েখ আলবানী **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** লিখেছেন :

ليس في الترمذی هذا التضعيف ، بل فيه خلاف ، فانه قال : (٢٨٦/١) : حديث حسن غريب — ولعل المؤلف لم يقع في نسخته من (السنن) حسن ، بل غريب فقط ، ثم روى ذلك بالمعنى مفسراً

“মূলতঃ তিরমিযী হাদীসটি য’যীফ সাব্যস্ত করেন নি। বরং তিনি বলেছেন (১/২৮৬) : হাদীসটি হাসান গরীব। সম্ভবতঃ লেখকের (নিকট সংরক্ষিত) সূনানে তিরমিযীর সংস্করণটিতে হাসান শব্দটি ছিল না, বরং গরীব কথাটিতেই শেষ ছিল। অতঃপর লেখক ব্যাখ্যামূলক অর্থে উক্ত মন্তব্যটি করেছেন।” [আলবানীর তাহকীককৃত মিশকাত ১/৪৬৫ পৃ:, অতঃপর শায়েখ আমাদের নিম্নোক্ত ‘আওনুল মা’বুদ’ ও ‘তুহফাতুল আহওয়াযীর’ ব্যাখ্যার প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে হাদীসটি য’যীফ হওয়াটাই হক বলেছেন (তাহ: মিশকাত ১/৪৬৫-৬৬ পৃ:)]

অর্থাৎ ইবনে হাজারের (রহ) পূর্বোক্ত বক্তব্য চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নয়। এ ব্যাপারে স্পষ্ট সত্য প্রকাশ পেয়েছে আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আওনুল মা’বুদে’। এই গ্রন্থে হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম মুনিযীর (রহ) বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

قال الخطابي : هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول وقال أبو بكر المعافري حديث مُخَفِّف بن سليم ضعيف لا يحتاج به “ইমাম খাত্তাবী (রহ) বলেছেন : হাদীসটি য’যীফ, যা আবু রামলাহ মাজহুল বর্ণনাকারী থেকে উদ্ধৃত। আর আবু বকর আল-মা’আফিরী (রহ) বলেছেন : মুখান্নাফ বিন সালীমের হাদীস য’যীফ, তার থেকে দলীল নেয়া হয় না।” (আওনুল মা’বুদ - আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা দ্র:)

তিরমিযীর বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’-তে ইবনে হাজারের (রহ) পূর্বোক্ত উপস্থাপনার পর বলা হয়েছে :

قلت: قال الزيلعي في نصب الراية: قال عبد الحق إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلمته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر

فإنه لا يعرف إلا بهذا عن ابن عون انتهى. وقال الحافظ في التقریب: عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف من الثالثة “আমি (‘আব্দুর রহমান মুবারকপুরী) বলছি : যায়লা’য়ী ‘নাসবুর রায়াতে’ বলেছেন, “আব্দুল হক সনদটিকে য’যীফ বলেছেন। ইবনুল কত্তান বলেছেন : এখানে আবু রামলাহ’র মাজহুল হাল হওয়ার ত্রুটি আছে, তার নাম ‘আমির। কেননা তাকে চেনা যায় না, কেবল ইবনে আওন থেকে এই বর্ণনা ছাড়া” (বক্তব্য শেষ)। হাফেয ইবনে হাজার (রহ) ‘তাক্বরীবে’ বলেছেন “আমির আবু রামলাহ, যিনি ইবনে ‘আওনের শায়েখ - তিনটি ক্ষেত্রে তাকে চেনা যায় না।” (তুহফাতুল আহওয়াযী, আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা দ্র:)

অর্থাৎ হাদীসটির সনদের দু’জন বর্ণনাকারীর প্রতি আপত্তি আছে। এজন্যে হাদীসটি হাসান নয়, আর সহীহ বা শক্তিশালী হওয়ারতো কোন সুযোগই নেই। অথচ হাদীসটি দ্বারা ‘ঈদুল আযহাতে কুরবানীর একমাত্র অনুমোদিত পদ্ধতির দাবী করা হচ্ছে যে, “পরিবারের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ একটি মাত্র পশু হতে হবে।” যা আলোচ্য বইটির লেখকের প্রধান দলীল ও দাবী। আমরা পরবর্তীতে জানব, হজ্জের হাদীতে শরীক হওয়ার ন্যায় (‘ঈদুল) আযহাতে উট ও গরুতে শরীক হওয়ার বর্ণনা আছে। এ কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী বৈধ হলেও, সেটা একমাত্র অনুমোদিত পদ্ধতি নয়। ফলে মতন বা মূলবক্তব্যের দিক থেকেও হাদীসটির দাবী ত্রুটিযুক্ত। সর্বোপরি হাদীসটি দ্বারা মু’মিন পরিবারমাত্রই একটি পূর্ণাঙ্গ পশু কুরবানী ওয়াজিব কিংবা বিধান হওয়া সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য হয় না।

লেখকের বক্তব্য ৪ :

(গ) ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবার পিছু একটি করে বকরী কুরবানীর রেওয়াজ ছিল। যেমন ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন,

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَ يُطْعَمُونَ حَتَّى تُبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ-

অর্থঃ ‘একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ’তে কুরবানী দিতেন। অতঃপর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন এবং এভাবে লোকেরা বড়াই করত। এই নিয়ম রাসূলের যুগ হ’তে চলে আসছে যেমন তুমি দেখছ’।^{৪৩}

বিশ্লেষণ-৩ :

হাদীসটিতে একটি বকরী কুরবানীর কথা এসেছে। গরু বা উট কুরবানীর আলোচনা নেই, এজন্যে ভাগে শরীক হওয়ার আলোচনাও এখানে নেই। যেভাবে আকীক্বাতে বকরী ছাড়া অন্য কোন পশুর যবেহ করার প্রমাণ নেই। তাছাড়া হাদীসটি অনুসরণ করতে গেল কেবল একটি বকরী কুরবানীর পশু হিসাবে সুনির্দিষ্ট হয়।

লক্ষণীয়, হাদীসটিতে কুরবানী নিয়ে বড়াই করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু ভাগে কুরবানীর কোন নিষেধাজ্ঞা এখানে বর্ণিত হয় নি। আর যদি 'পরিবারের জন্য একটি বকরী যথেষ্ট' বলে সুনির্দিষ্ট করে হাদীসটির বড়াইয়ের ব্যাখ্যা করি, তাহলে উট বা গরু কুরবানী করাটাই সেক্ষেত্রে বড়াইয়ের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে হয়। অথচ লেখক স্বয়ং তার বইটিতে কুরবানীর পশু হিসাবে গরু ও উটকে অন্যতম গণ্য করেছেন (দ্র: ১৩ পৃষ্ঠা, অনুচ্ছেদ : কুরবানীর পশু)। এক্ষেত্রে মুক্কীম বা মুসাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। এমনকি মুক্কীম অবস্থাতে কি পদ্ধতিতে নবী ﷺ উট বা গরু কুরবানী করেছেন, সেটারও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উল্লেখ করেন নি। তিনি পরিবারে পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানীর বর্ণনা দ্বারা মুক্কীম অবস্থাতে উট বা গরুতে ভাগে শরীক হওয়াকে সুন্নাত বিরোধী বলতে চেয়েছেন। এই সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে ভুল ক্বিয়াসের মাধ্যমে করা হয়েছে।

সাহাবীর উক্তিতে একটি বকরীর বর্ণনা এসেছে। এর থেকে বেশী কুরবানী করা বড়াই হিসাবে গণ্য করলে তা নবী ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসটির বিরোধী হয়। আনাস (রা) বর্ণনা করেন :

وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُذُنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَيْنِ

“(হজ্জে) নবী ﷺ সাতটি বুদনা (উট) নহর করেন আর মদীনাতে হুটপুট শিং বিশিষ্ট দু'টি মেষ যহহা (কুরবানী) করেন।” [সহীহ বুখারী - কিতাবুল হজ্জ ... باب النحر البدن قائمة... হাদীসটির বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ]।

শেষোক্ত হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, নবী ﷺ স্বয়ং একাধিক বকরী/মেঘ প্রভৃতি মুক্কীম অবস্থাতেও কুরবানী করেছেন। এ পর্যায়ে পূর্বোক্ত সাহাবীর হাদীসটির দাবী কেবল 'যথেষ্ট' শব্দটির মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। একাধিক কুরবানী করা কিংবা গরু-উটের ভাগে শরীক হওয়ার বিষয়টি 'সুন্নাত বহির্ভূত' বা 'বড়াই' অর্থে হাদীসটি ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।

লেখকের বক্তব্য :

(ঘ) একই মর্মে ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) প্রমুখাৎ ছহীহ সনদে বর্ণিত ইবনু মাজাহর একটি হাদীছ^{৪৪} উদ্ধৃত করে ইমাম শাওকানী বলেন, والحق لها تجزئ عن أهل البيت و إن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة 'সঠিক কথা এই যে, একটি বকরী একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে যথেষ্ট, যদিও

সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতাধিক হয় এবং এভাবেই নিয়ম চলে আসছে'।^{৪৫}

৪৪. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৭।

৪৫. নায়লুল আওত্বার ৬/২৪৪ পৃঃ।

(ঙ) মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, যারা একটি ছাগল একজনের জন্য নির্দিষ্ট বলেন এবং উক্ত হাদীছগুলিকে একক ব্যক্তির কুরবানীতে পরিবারের সকলের ছওয়াবে অংশীদার হওয়ার 'তাবীল' করেন বা খাছ হুকুম মনে করেন কিংবা হাদীছগুলিকে 'মানসূখ' বলতে চান, তাঁদের এইসব দাবী প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও নিছক দাবী মাত্র'।^{৪৬}

(চ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মুক্কীম অবস্থায় নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ'তে দু'টি করে 'খাসি' এবং হজ্জের সফরে মিনায় গরু ও উট কুরবানী করেছেন।^{৪৭}

৪৬. মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৬ পৃঃ।

৪৭. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩; বুখারী (মীরাট ছাপাঃ ১৩২৮ হিঃ) ১/২৩১ পৃঃ; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৫৩৯।

বিশ্লেষণ -৪ : উপরের ‘ঘ’ ও ‘চ’ নং মন্তব্য থেকে বুঝা যায় - একটি বকরী একটি পরিবারের কুরবানীর জন্য যথেষ্ট, সদস্য সংখ্যা যা-ই হোক না কেন। পক্ষান্তরে গরু ও উট হজ্জের সফরে মিনায় কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ বিশ্লেষণের আলোকে “গরু ও উট মুক্কীম অবস্থার কুরবানীর জন্য প্রযোজ্য নয়” বলে বুঝা যায়। যদি তা-ই হয়, তাহলে মুক্কীম অবস্থায় কুরবানীতে ভাগের আলোচনা করার সুযোগও থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মুক্কীমের জন্য গরু বা উট কুরবানী জায়েয হয়, তাহলে ভাগে শরীক হওয়াও জায়েয। আমরা পরবর্তীতে জানতে পারব, নবী ﷺ থেকে ‘ঈদুল আযহার সম্পর্কিত হাদীসে সফরের বর্ণনাসহ ও ছাড়া গরু-উটে ভাগে কুরবানীর বর্ণনা আছে। তাছাড়া ‘আলী ﷺ থেকে মক্কা ছাড়া ভিন্ন এলাকার লোকদের প্রতি গরুতে ভাগের কুরবানীর ফতোয়াও আছে। [উপরের ‘ঙ’ নং মন্তব্যটি হানাফীদের জন্য প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে লেখক হক্ক কথা বলেছেন। যা আমরা ১নং বিশ্লেষণটিতে করেছি।]

লেখকের বক্তব্য :

(৫) কুরবানীতে শরীক হওয়া:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا قَالَ الْأَلْبَانِيُّ -

(ক) অর্থঃ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ’ল। তখন আমরা সাতজনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হ’লাম’।^{৪৮}

৪৮. তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৪৬৯ সনদ ছহীহ।

বিশ্লেষণ-৫ :

হাদীসটির আলোচ্য বিষয় হল, ‘ঈদুল আযহা উপস্থিত হলে গরুতে সাতজন ও উটে দশজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা। মুসাফির বা মুক্কীমের পার্থক্য এখানে মূল আলোচ্য বিষয় নয়। ভাগের বিধানটি কুরবানীর পশুর সাথে, সফরের সাথে নয়। কেননা সাহাবাগণ (রা) মুসাফির থাকার কারণে উট-গরুর ভাগে শরীক হন নি। বরং সাহাবাগণ মুসাফির থাকা অবস্থায় ‘ঈদুল আযহা উপলক্ষে যা করণীয় - সেই দাবীটি পূরণ করেছিলেন। এছাড়া আমরা আলোচনার শুরুতে প্রমাণ পেয়েছি, নবী ﷺ মুক্কীম অবস্থায় একটি বা দু’টি দুম্বাতে নিজে, তাঁর পরিবার এবং উম্মাতকে শরীক করেছেন। যা পরিবারের বাইরের অন্যান্য মুসলিমদেরকে শরীক করার প্রমাণ। এ পর্যায়ে আলোচ্য সফরের বর্ণনানুযায়ী উট-গরুতে মুক্কীম অবস্থাতে ভাগের কুরবানীর প্রতি আপত্তি থাকতে পারে না। আবু দাউদের ব্যাখ্যা ‘আওনুল মা’বুদে’ বলা হয়েছে :

وقال الحافظ في الفتح في باب الأضحية للمسافر والنساء واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيته

“হাফেয ইবনে হাজার رحمته الله ‘ফতুল্ল বারীতে’ বলেছেন : মুসাফিরের ও নারীদের কুরবানীর অনুচ্ছেদে রয়েছে। যাদ্বারা জমহুরের (অধিকাংশ আলেম) নিকট ব্যক্তি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয।” (আওনুল মা’বুদ باب في الشاة يضحى بها عن جماعة)

এই বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হল, হাফেয ইবনে হাজার رحمته الله মুসাফিরের কুরবানী থেকে ‘ঈদুল আযহার কুরবানীর মাসআলা নিয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ যদিকে লক্ষ্য করেছেন সেটি হল - ঈদুল আযহাতে নবী ﷺ ও সাহাবীগণ رضي الله عنهم কি করেছেন। যদিও বা সেটা মুসাফির অবস্থা।

লেখকের বক্তব্য :

(খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, ‘আমরা আব্দুল্লাহর রাসূলের সাথে হজ্জ ও ওমরাহর সফরে সাথী ছিলাম।... তখন আমরা একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম’।^{৪৯} সফরে সাত বা দশজন মিলে একটি পরিবারের

ন্যায়। যাতে গরু বা উটের ন্যায় বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বন্টন সহজ হয়। জমহুর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদ্দের ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।^{৫০}

৪৯. মুসলিম (বৈরুতঃ ১৯৮৩) হা/১৩১৮।

৫০. মির’আত ২/৩৫৫ পৃঃ; ঐ, ৫/৮৪ পৃঃ।

বিশ্লেষণ-৬ :

ক) এই হাদীসটি থেকেও বুঝা গেল, হজ্জের সফর অবস্থায় গরুতে সাতজন এবং উটে সাত/দশজন একটি পরিবারের ন্যায় শরীক হওয়া যায়। কিন্তু হজ্জের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি একমাত্র নিয়ম নয়। যেমন –

عن أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْمُتَعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شَرَكٌ فِي دَمٍ “আবু জামরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে তামাত্তু’ হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে তা করার আদেশ দিলেন। আমি তাকে হাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তাতে একটি উট বা একটি গরু বা একটি বকরী বা একটি দমে শরীকানা হবে।” [সহীহ বুখারী – কিতাবুল হজ্জ *باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج*]

হাদীসটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি পূর্ণাঙ্গ পশু বা ভাগা – উভয় পদ্ধতি হজ্জের হাদীর ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ বৈধ। অর্থাৎ হাজী ও মুসাফিরের জন্য স্বাধীনতা আছে। এটাও প্রমাণিত হল, একটি পূর্ণাঙ্গ পশু কুরবানী করা মুক্কীমের জন্য নির্দিষ্ট বিধান নয়। এক্ষেত্রে মুসাফির ও মুক্কীমের কোন পার্থক্য নেই।

বকরী/দুশা হজ্জের হাদীতে পরিবার ও উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায় না। কিন্তু নবী ﷺ-এর আমল সুস্পষ্ট করে, বকরী/দুশাতে মুক্কীম অবস্থায় পরিবার ও উম্মাতের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। এক্ষেত্রে মুক্কীম অবস্থাতেই তো শরীক হওয়ার সুযোগ বেশী সৃষ্টি হল। অর্থাৎ একই পশুতে শরীক বিষয়েও মুক্কীম ও মুসাফিরের বিধান একই হল। এ পর্যায়ে উটে বা গরুতে মুক্কীমের ভাগের সুযোগটি বন্ধ করতে হলে দলীল প্রয়োজন। অথচ লেখকের পক্ষে এমন দলীল হাযির করা সম্ভব না। উল্লেখ্য, আমরা ২ নং বিশ্লেষণে যে হাদীসটি নিয়ে আলোচনা করেছি, সেটাই লেখকের পক্ষে ‘মুক্কীম অবস্থায় ভাগা কুরবানী না করার দলীল। অথচ হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে য’য়ীফ।

খ) লেখক লিখেছেন “যাতে গরু ও উটের ন্যায় কুটাবাছা ও গোশত বন্টনের সহজ হয়”। অর্থাৎ মুসাফিরের বিধান সহজ করার জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছে। যদি ভাগে কুরবানীর এই সুযোগটি মুসাফিরের জন্য একমাত্র পদ্ধতি হত, তাহলে এই যুক্তি উপস্থাপন সঠিক ছিল। অথচ হজ্জের কুরবানীর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে – ইচ্ছা হলে পূর্ণাঙ্গ একটি পশু কুরবানী করবে অথবা উট বা গরুতে ভাগে শরীক হবে। যা থেকে বুঝা যায়, সফরকে সহজ করার কারণে গরু বা উটে ভাগা পদ্ধতিতে শরী‘আতে সুনির্দিষ্ট নয়।

গ) লেখকের শেষোক্ত জমহুর বিদ্বানগণের মন্তব্য থেকে বুঝা যায়, তাঁরা হজ্জের কুরবানী ও ঈদুল আযহার কুরবানীর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। আর এটাই হক্ক। আমরা পরবর্তীতে জানতে পারব মুহাদ্দিসগণ তাঁদের হাদীসের কিতাবের স্ব স্ব অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে লেখকের করা পার্থক্য করেন নি।

লেখকের বক্তব্য :

(গ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের সফরে মিনায় নিজ হাতে ৭টি উট (অন্য বর্ণনায় এর অধিক) দাঁড়ানো অবস্থায় ‘নহর’ করেছেন এবং মদীনায় (মুক্কীম অবস্থায়) দু’টি সুন্দর শিংওয়ালা ‘খাসি’ কুরবানী করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সফরসঙ্গী জুহী ও পরিবারের পক্ষ হ’তে একটি গরু কুরবানী করেন।^{৫১} অবশ্য মক্কায় (মিনায়) নহরকৃত উটগুলি ছাহাবীগণের পক্ষ থেকেও হ’তে পারে।

৫১. বুখারী (মীরট ছাপাঃ ১৩২৮ হিঃ) ১/২৩১ পৃঃ; আলবানী-ছহীহ আবুদাউদ হা/১৫৩৯।

বিশ্লেষণ-৭ :

এই আলোচনা থেকে বুঝা গেল, হজ্জের সফরে উট বা গরু কুরবানী হয়েছে। এখানে লেখক সফরে নবী ﷺ-এর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানীর কথা উল্লেখ করেছেন। যা থেকে প্রমাণিত হয়, লেখক বর্ণনানুযায়ী সফরেও পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণী কুরবানী দেয়া যায়। তাহলে মুক্কীমের সাথে মুসাফিরের আর কোনই পার্থক্য থাকল না। আমরা পূর্বে জেনেছি সফরে এককভাবে কিংবা একাধিক ব্যক্তির শরীক হওয়ার উভয় পদ্ধতিই বৈধ। পক্ষান্তরে মুক্কীম অবস্থায় মদীনাতে পরিবারের পক্ষ থেকে কেবল ছাগল বা খাসি কুরবানী হয়েছে। হাদীসটির বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يَهْلُلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُذُنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

“আনাস রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী স মদীনাতে যোহর চার রাক‘আত এবং যুল হুলাইফাতে ‘আসর দু‘রাক‘আত আদায় করলেন। ভোর হলে তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে লাগলেন। এরপর বায়দায় যাওয়ার পর তিনি হজ্জ ও ‘উমরা উভয়ের জন্যে তালবিয়া পাঠ করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে তিনি সাহাবাদের ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। আর (সে হজ্জে) নবী স সাতটি বুদনা (উট) নহর করেন আর **মদীনাতে** হুটপুট শিং বিশিষ্ট দু‘টি মেঘ যহ্হা (কুরবানী) করেন।” [সহীহ বুখারী – কিতাবুল হজ্জ ... باب النحر البدن قائمة...]

হাদীসটিতে হজ্জ ও আযহার কুরবানীর **পশুতে** পার্থক্য সুস্পষ্ট। নিচের তুলনামূলক পার্থক্যের মাধ্যমে আমরা হজ্জ ও আযহা উভয় কুরবানীতে ভাগাভাগি তথা এক পশুতে একাধিক ব্যক্তির শরীক হওয়ার প্রমাণ পাব।

(হজ্জের) হাদীতে শরীক হওয়া

عن أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتَعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شَرَكٌ فِي دَمٍ

“আবু জামরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে তা করার আদেশ দিলেন। আমি তাকে হাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তাতে একটি উট বা একটি গরু বা একটি বকরী বা একটি দমে শরীকানা হবে।” [সহীহ বুখারী – কিতাবুল হজ্জ باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج]

হাদীসটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি পূর্ণাঙ্গ পশু বা ভাগা উভয় পদ্ধতি হজ্জের হাদীর ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ বৈধ। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে পূর্ণাঙ্গ একটি উট, গরু বা বকরী কুরবানী দিতে পারে। অথবা উট-গরুর ভাগাও নিতে পারে। প্রমাণিত হল, ‘পূর্ণাঙ্গ একটি পশু কুরবানী কেবল ঘরে মুকীম অবস্থার জন্য প্রযোজ্য’ – এমনটি নয়। বরং হজ্জেও ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ একটি পশু কুরবানী দিতে পারে কিংবা উট বা গরুতে ভাগা নিতে পারে। এক্ষেত্রে মুকীম বা মুসাফিরের ভাগা কুরবানীর পার্থক্য সাহাবাদের (রা) কাছে মৌলিক নয়। বরং পশুটির ধরণ (উট/গরু) ভাগা কুরবানীর মূল আলোচ্য বিষয়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتُّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ স بِالْعُمْرَةِ فَذَبَحَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا

“জাবির বিন ‘আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ (স) সাথে তামাত্তু হজ্জ-উমরাহ করেছিলাম। তখন আমরা একটি গরুতে সাত ব্যক্তি শরীক করে যবেহ (কুরবানী) করেছি।” [সহীহ মুসলিম – কিতাবুল হজ্জ باب الاشتراك في الهدى ...]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ স أَنْ نَشْتَرِكُ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِثْلًا فِي بَدَنَةٍ

“জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ স আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন উট ও গরুর প্রত্যেকটির বুদনাতে সাতজনকে শরীক করি।” [সহীহ মুসলিম, ঐ] এই হাদীসটি হজ্জ অধ্যায়ের। তবে বর্ণনাতে হজ্জ বা ‘ঈদুল আযহার কুরবানীর মধ্যে পার্থক্য করার কোন লক্ষণ বা ইঙ্গিত হাদীসটিতে নেই। বরং হাদীসটির দাবী হল, উট বা গরু হলে সাতজনে শরীক হবে।

(ঈদুল) আযহার কুরবানীতে শরীক হওয়া

عن عبد بن مسعود قال: قال رسول الله স: "البقرة عن سبعة و الجزور في الأضحية عن عشرة".

“আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ স বলেছেন, **আযহাতে** গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট সাতজনের পক্ষ থেকে।” [তাবারানী, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহ জামে‘উস সগীর হা/২৮৯০), তবে ইরওয়াউল গালীলে (৪/২৫৪ পৃ:) তিনি হাদীসটি সাক্ষ্যমূলক হিসাবে পেশ করেছেন ও হাদীসটির দূর্বলতা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত, তাঁর প্রথমোক্ত কিতাবটিতে হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলার কারণ হবে, সাক্ষ্যমূলক সহীহ।] **হাদীসটিতে সফরের উল্লেখ নেই এবং ‘ঈদুল আযহা সুস্পষ্ট।** এর সমর্থনে অপর একটি সহীহ বর্ণনা নিম্নরূপ :

عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله স في سفر فحضر الأضحية فاشتركتنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة

“ইবনে ‘আব্বাস (রা) বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ স-এর সাথে সফরে ছিলাম, তখন (‘ঈদুল) আযহা উপস্থিত হল। ফলে আমরা গরুতে সাতজন এবং উটে দশজন করে শরীক হলাম।” [তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি হাসান গরীব। আলবানী বলেন হাদীসটি সহীহ। (তাহক্বীক্বূত তিরমিযী হা/৯০৫)] এই বর্ণনাটিতে ‘ঈদুল আযহার উপলক্ষটিই মুখ্য। একারণে ‘ঈদুল আযহা মাত্রই এই হুকুমটি প্রযোজ্য। ঈদুল আযহাতে গরুতে কিভাবে ভাগে শরীক হবে সেটাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য লেখকের মন্তব্য অনুযায়ী, এখানে সফর মুখ্য। একারণে তিনি হাদীসটির দাবী একমাত্র মুসাফিরের জন্য প্রযোজ্য করেছেন, ফলে মুকীমের ‘ঈদুল আযহার ব্যাপারে প্রযোজ্য করেন নি। অথচ ইমাম শওকানী (রহ) লিখেছেন :

فيه دليل على أن البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة

“হাদীসটিতে দলীল রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে **আযহাতে** দশ ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি উট কুরবানী জায়েয।” (নায়লুল আওতার ৫/১০৮ পৃ:)

উল্লেখ্য আযহাতে উটে দশটি পর্যন্ত ভাগের বর্ণনা রয়েছে এবং হজ্জের হাদীতে উটে সাতটি ভাগের বেশী বর্ণনা নেই। ইমাম শওকানীর পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে আযহার বিষয়টিই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমরা হজ্জের উটে সাতটি ভাগ এবং (ঈদুল) আযহার উটে দশটি ভাগের সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পায়। কিন্তু উট বা গরুর ক্ষেত্রে মুক্কীম ও মুসাফিরের (ঈদুল) আযহাতে পার্থক্য করার কোন হাদীস পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় সেটা হল, সফরের অধিকাংশ বর্ণনা উট ও গরুর সাথে। আর মুক্কীমের কুরবানীর পশুর বর্ণনাগুলো দুম্বা, ভেড়া বা বকরীর সাথে। যদি এভাবে পার্থক্য করা হয়, তাহলে উট ও গরুর কুরবানীকে মুক্কীম অবস্থা থেকে বাদ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে মুক্কীম অবস্থায় ভাগের কুরবানীও বাতিল হয়। অথচ আলী রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (ইয়ামানের) হামদান গোত্রের লোকদেরকে গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করতে বলেছিলেন। এর প্রমাণ সামনে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

লেখকের বক্তব্য ৪

আলোচনা: ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছটি নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি মুসলিম ও আবুদাউদে এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারীতে যথাক্রমে ‘হজ্জ’ ও ‘মানাসিক’ অধ্যায়ে এবং সুনানে ‘কুরবানী’ অধ্যায়ে হাদীছগুলি এসেছে। যেমন (১) তিরমিযী ‘কুরবানীতে শরীক হওয়া’ অধ্যায়ে ইবনু আব্বাস, জাবির ও আলী (রাঃ) থেকে মোট তিনটি হাদীছ এনেছেন। যার মধ্যে প্রথম দু’টি সফরের কুরবানী ও শেষেরটিতে কোন ব্যাখ্যা নেই।^{৫২} (২) ইবনু মাজাহ উক্ত মর্মের শিরোনামে ইবনু আব্বাস, জাবির, আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রাঃ) হ’তে যে পাঁচটি হাদীছ (৩১৩১-৩৪ নং) এনেছেন, তার সবগুলিই সফরে কুরবানী সংক্রান্ত। (৩) নাসাঈ কেবলমাত্র ইবনু আব্বাস ও জাবির (রাঃ) থেকে পূর্বের দু’টি হাদীছ (২৩৯৭-৯৮ নং) এনেছেন (৪) আবুদাউদ শুধুমাত্র জাবির (রাঃ)-এর পূর্ব বর্ণিত সফরে কুরবানীর হাদীছটি এনেছেন তিনটি ছহীহ সনদে (২৮০৭-৯ নং), যার মধ্যে ২৮০৮ নং হাদীছটিতে (الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْحَزْوَرُ عَنْ سَبْعَةٍ) কোন ব্যাখ্যা নেই।

বিশ্লেষণ-৮ ৪

লক্ষণীয়, লেখক পার্থক্য করার সময় সফর ও মুক্কীম হওয়ার পার্থক্যের প্রতি যেভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন, সেভাবে পশুটি বকরী না উট বা গরু – এই পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য করেন নি। তিনি ‘ঈদুল আযহার’ কুরবানীর পরিবর্তে ‘সফরের কুরবানী’ শব্দটির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। অথচ সফরের কারণে সাহাবীগণ কুরবানী করেন নি। বরং কুরবানীর বিধানটি হজ্জ ও ঈদুল আযহা উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত। মুসাফিরের কুরবানী ও মুক্কীমের কুরবানীর পার্থক্য দেখানো হাদীসগুলোর দাবী নয়। পার্থক্য করতে হবে হজ্জের কুরবানী ও ঈদুল আযহার কুরবানীতে। মুহাদ্দিসগণ নিজেদের স্ব স্ব হাদীসের কিতাবে এমনটিই উল্লেখ করেছেন। এমনকি একই হাদীস উভয় অধ্যায়েও এনেছেন। যেমনটি তারা ক্বিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ ও ক্বিয়ামে রমাযানের (তারাবীহর) হাদীসের ক্ষেত্রে করেছেন।

পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলোর সাথে লেখকের শেষোক্ত মন্তব্য মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায় – সফরে গরু বা উট আছে। এ কারণে তাতে ভাগাও আছে। কিন্তু ঘরে নহর শব্দটি ব্যবহৃত হলেও উট বা গরু কুরবানীর পদ্ধতির স্পষ্ট বর্ণনা নেই – এ কারণে সেখানে ভাগেরও বর্ণনা নেই। কিন্তু মুক্কীম কিভাবে উট বা গরু কুরবানী করবে, সে সম্পর্কে লেখক দলীল উপস্থাপন করেন নি। তিনি মুক্কীম অবস্থায় বকরী কুরবানীর পদ্ধতি তথা ‘পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরীর’ সিদ্ধান্তটির উপর ক্বিয়াস করে একই পদ্ধতিতে গরু-উটের কুরবানীর ফায়সালা দিয়েছেন। অথচ এমন কোন সহীহ হাদীস নেই যে, উট বা গরু হলেও পরিবারের পক্ষ থেকে একটি প্রাণীই কুরবানী করতে হবে। ভাগ বা শরীকানা উট বা গরুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। বরং আমরা এটাই প্রমাণ পায় যে, নবী সঃ একটি বা দু’টি বকরী/দুম্বা কুরবানীতে নিজ পরিবারসহ অন্য মুসলিমদেরকেও শরীক করেছেন। যা মুক্কীমের কুরবানীর পশুতে অন্যদেরকে শরীক করানোর প্রমাণ।

যদি মুক্কীম অবস্থায় “উট বা গরু কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি পরিবার হতে হবে” মর্মে হাদীস উপস্থাপন করতে পারতেন, তাহলে তাঁর দাবী মুসলিম মাত্রই মানতে বাধ্য। কিন্তু তিনি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানীর সহীহ বর্ণনা আনলেও, তার কোনটিতেই উট বা গরুর প্রসঙ্গ আসে নি। এজন্যে প্রাণী আলাদা হওয়াতে বকরীর শর্ত উটে বা গরুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যা সুস্পষ্ট বাতিল ক্বিয়াস।

হজ্জের হাদী সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ	(ঈদুল) আযহা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ
ক) সহীহ মুসলিম – কিতাবুল হজ্জ باب الاشتراك في الهدى وإجزاء البقرة والبذنة كل منهما عن سبعة “অনুচ্ছেদ : হাদীতে শরীক হওয়া, গরু ও উটে শরীক হওয়া, এর প্রত্যেকটিতে সাতজনের পক্ষ থেকে।	গ) সহীহ মুসলিম – কিতাবুল আযাহী (কুরবানী অধ্যায়) باب سن الإضحية আযহিয়াহর (কুরবানীর পশুর) বয়স।..... باب استحباب الضحية মুস্তাহাব প্রভৃতি অনুচ্ছেদগুলো হজ্জ ব্যতীত ‘ঈদুল আযহা সম্পর্কিত। সহীহ মুসলিমের এই অধ্যায়ের অধীনে বর্ণিত অন্যতম হাদীস হল, রাফি‘ বিন খাদীজ (রা) তিহামার অন্তর্গত ‘যুল-হুলায়ফা’ নামক স্থানে গনীমাতের মাল বন্টন সম্পর্কে বলেন : عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ باب “একটি উট দশটি ছাগলের সমান গণ্য করা হলো।”[সহীহ মুসলিম – কিতাবুল আযাহী جَوَّازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالْظُّفْرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ (অনুচ্ছেদ : যা রক্ত বারায় এমন সবকিছু দিয়ে যবাহ বৈধ, কেবল দাঁত ও সবধরণের হাড় ছাড়া)] হাদীসটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে সহীহ বুখারীতে – কিতাবুল জিহাদ في المغنم والابل باب ما يكره من ذبح الابل والغنم في المغنم (অনুচ্ছেদ : গনীমাতের উট ও বকরী (বন্টনের পূর্বে) যবেহ করা মাকরুহ); আরো দ্র: (সহীহ বুখারী – কিতাবুল গুফ‘আ باب من عدل عشرة من (الغنم يجوز في القسم ইমাম নববী (রহ) লিখেছেন : باب الأضحية : “এই হাদীসটি ‘আযহিয়াহ বা কুরবানীর অধ্যায়ের’ অধীনে আনাটা ব্যাখ্যার নিয়মের বিরোধী হয় না।” (শরহে মুসলিম নববী, আলোচ্য অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ দ্র:) কেননা (‘ঈদুল) আযহাতে একটি উটের সমান দশটি ছাগলের বর্ণনা আছে। যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এই পদ্ধতিতে তুলনা বা ক্বিয়াসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ঘ) সূনানে ইবনে মাজাহর ‘কুরবানী অধ্যায়েও’ উক্ত হাদীসটি ভাগে কুরবানীর স্বপক্ষে সাক্ষ্যমূলক প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। (দ্র: সূনানে ইবনে মাজাহ – কিতাবুল আযাহী (কুরবানী অধ্যায়) باب عن كم تجزئ البدنة (অনুচ্ছেদ : উট ও গরুতে কতজন শরীক হতে পারে)। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তিনি এটাও বলেছেন : হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে (তাহক্বীক্বূত ইবনে মাজাহ হা/৩১২৭)]

উপরোক্ত তুলনামূলক আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, মুহাদ্দিসগণ গরু বা উট কুরবানীর ক্ষেত্রে শরীক হওয়ার হাদীস হজ্জ ও সাধারণ কুরবানীর মধ্যে হুকুমগত পার্থক্য করেন নি। বরং একই গণ্য করেছেন। যেভাবে হাদীসের কিতাবে ‘ক্বিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ’ এবং ‘ক্বিয়ামে রমায়ান বা তারাবীহ’র অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। অথচ অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলো একই সালাতের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট। হানাফীগণ এক্ষেত্রে রমায়ান উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা দ্বারা যেভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের পার্থক্য করার কারণে ভুল করেছেন। ঠিক একইভাবে আলোচ্য বইটির লেখক কুরবানীর প্রাণীর প্রকারভেদকে ‘ঈদুল আযহাতে ভাগা কুরবানীর মূল বিষয় গণ্য না করে, সফরকে ভাগে কুরবানীর মূল বিষয় গণ্য করেছেন। ফলাফল হিসাবে হুন্দের তালে তালে দলীলের হুন্দের মিল পাওয়া গেলেও, তিনি মুহাদ্দিস তথা আহলে হাদীসদের পথ থেকে দূর সরে গেছেন। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক দিন।

লেখকের বক্তব্য :

বিভ্রাটের কারণ: মিশকাত শরীফে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সফরের হাদীছটি (নং ১৪৬৯) এবং জাবির (রাঃ) বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটি (নং ১৪৫৮) সংকলিত হয়েছে। সম্ভবতঃ জাবির (রাঃ) বর্ণিত ‘মুত্বলাকু’ বা ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিকে ভিত্তি করেই এদেশে মুক্কীম অবস্থায় গরুতে সাতভাগা কুরবানীর প্রথা চালু হয়েছে। অথচ ভাগের বিষয়টি সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা ইবনু আব্বাস ও জাবির (রাঃ) বর্ণিত বিস্তারিত হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।^{৫০} আর একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিসগণের সর্ববাদী সম্মত রীতি।

বিশ্লেষণ-৯ : আমরা পূর্বেই জেনেছি, ভাগা কুরবানীর কারণ সফর নয়, বরং ‘ঈদুল আযহা অথবা হজ্জ এবং পশুটি উট বা গরু হওয়াটা মূল কারণ। কিন্তু দৃশ্যত এটাই বুঝা যায়, লেখকের কাছে ভাগা কুরবানীর মাসআলাটি হল সফরের মাসআলা। আমরা হাদীসগুলো থেকে বুঝেছি, ‘ঈদুল আযহা বা হজ্জ উপস্থিত হলে, একটি পূর্ণাঙ্গ কুরবানীর পশু যেভাবে বৈধ, তেমনি ভাগা কুরবানীও অনুমোদিত। যদি কেউ তখন মুক্কীম না হয়ে বরং মুসাফির বা হজ্জে থাকে – তার জন্যেও একই হুকুম প্রযোজ্য।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

“আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্যে কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ পশু যবেহ করে।” (সূরা হাজ্জ : ৩৪)

সম্মানিত পাঠক, অনুগ্রহ করে সূরা হজ্জের পরবর্তী ৩৬ ও ৩৭ আয়াতগুলোও পড়ুন। যা থেকে আপনি সুস্পষ্ট বুঝতে পারবেন, কুরবানী সম্পর্কিত নির্দেশগুলো মক্কাতে অবস্থানকালীন তথা হজ্জের জন্যে বর্ণিত হয়েছে। অথচ এই একই বিষয়ের হুকুমগুলো সাধারণ কুরবানীর জন্যেও প্রযোজ্য করাটা শরী‘আতের দাবী। এক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয় না। ইদানিং আমাদের দেশে কিছু হাদীস অস্বীকারকারী এসেছে, যারা কুরআনের এই আয়াতগুলো দ্বারা কুরবানী কেবল কা‘বা গৃহের নিকট বলে দাবী করছেন। লেখক যেভাবে পার্থক্য করেছেন সেটা হাদীস অস্বীকারকারীদের করা পার্থক্যের অনুরূপ ও তাদের বিশ্লেষণ সমর্থন করে। অথচ আলোচ্য বিষয়টিতে মুকীম ও মুসাফিরের ঈদুল আযহা নিয়ে বিতর্ক অহেতুক। বরং ভাগে কুরবানীর ক্ষেত্রে পার্থক্য করতে হবে, পশুর প্রকারভেদে।

লেখকের বক্তব্য :

তাছাড়া মুকীম অবস্থায় মদীনায়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম কখনো ভাগে কুরবানী করেছেন বলেও জানা যায় না। ইমাম মালেক (রহঃ) কুরবানীতে শরীক হওয়ার বিষয়টিকে মকরুহ মনে করতেন।^{৫৪} দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এদেশে কেবল সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয়, বরং মুকীম অবস্থায় সাত পরিবারের সাত-এর অধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে অনেকের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে ভাগা নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাদ ও মনকষাকষি।

৫৪. মুওয়াত্তা মালেক (মুলতান ছাপাঃ তারিখ বিহীন) পৃঃ ২৯৯।

বিশ্লেষণ-১০ :

(ক) আমরা পূর্বেই জেনেছি, নবী ﷺ মদীনাতে কেবল বকরী বা দুগ্ধ কুরবানী দিয়েছেন ও তাতে উম্মাহকে শরীক করেছেন। মুকীম অবস্থায় উট ও গরুর কুরবানীর ধরণটি নবী ﷺ থেকে পাওয়া যায় না। এ কারণে ভাগের আলোচনাও আসে নি। তবে সাহাবীদের থেকে মুকীম অবস্থাতে গরু ভাগে কুরবানীর বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ :

عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَعْنِي ابْنَ حَذَفٍ الْعُبْسِيَّ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ هَمْدَانَ سَأَلَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَقْرَةً لِيُضْحِيَ بِهَا فَتُجِثَ فَقَالَ : لَا تَشْرَبْ لَبَنَهَا إِلَّا فَضْلًا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَادْبَحْهَا وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ.

“যুহাইর বিন আবু সাবিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মুগীরাহ বিন হাযাফ আল-আসীর কাছ থেকে শুনেছি তিনি হামদান (ইয়ামানের একটি গোত্র) এলাকায় এক ব্যক্তিকে আলীর ﷺ নিকট অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন, সে যহহার (কুরবানী দেয়ার) জন্য একটি গাভী ক্রয় করেছে, কিন্তু গাভীটি (ইতোমধ্যেই) বাচ্চা প্রসব করে ফেলেছে এ ব্যাপারে তার করণীয় কি? আলী ﷺ বললেন : (তাকে বলবে) তুমি শুধুমাত্র বাচ্চার উদ্ধৃত দুধটুকুই খাবে। আর যখন কুরবানীর দিন আসবে তখন তাকে ও তার বাচ্চাকে সাত জনের পক্ষ থেকে যবেহ করবে। (বায়হাকী ৫/৩৮৮)

হাদীসটি বর্ণনার পর ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (রহ) লিখেছেন :

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «عَلِّهِ» عَنْهُ - : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

“আবু যুর‘আহ বলেছেন - ইবনে হাতিমের ‘ইলাল’ গ্রন্থে তিনি হাদীসটির হুকুম সম্পর্কে বলেছেন : এই হাদীসটি সহীহ।” [বদরুল মুনী ৯/৩২৯]

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য তথা ‘সাত ভাগ’ সম্পর্কে আলী (রা) থেকে তিরমিযীও হাসান সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী (রহ)ও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [বিস্তারিত : আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম, ঈদ ও কুরবানীর মাসায়েল (ঢাকা : জায়েদ লাইব্রেরী) পৃঃ ১২৩-২৪]। সর্বোপরি সাহাবীদের যুগেই মক্কার বাইরে মুকীম অবস্থায় ভাগে কুরবানীর প্রমাণ পাওয়া গেল। যার একটি বর্ণনা অপরটিকে সমর্থন করায় বর্ণনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(খ) এখন ইমাম মালেকের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন :

قَالَ مَالِكٌ وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشْرِكُهُمْ فِيهَا فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ أَوْ الْبَقَرَةَ أَوْ الشَّاةَ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النَّسْكِ وَالضَّحَايَا فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنِهَا وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنْ ذَلِكَ يُكْرَهُ وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي النَّسْكِ وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ

“ইমাম মালিক (রহ) বলেন : এই বিষয়ে সবচাইতে ভাল বর্ণনা যা আমি শুনেছি, তাহল এক ব্যক্তি নিজের এবং পরিবারের অন্যদের তরফ থেকে নিজস্ব একটি উট, গরু বা বকরী কুরবানী করতে পারবে এবং সওয়াবের মধ্যে অন্যদেরকেও शामिल করে নিবে। কিন্তু একটি উট, গরু বা বকরী খরিদ করে অন্য কাউকে এর কুরবানীতে শরীক করা অর্থাৎ শরীকদের নিকট হতে টাকা নিয়ে তদনুসারে তাদের গোশত দেয়া মাকরুহ। আমরা শুনেছি কুরবানীতে শরীক হওয়া যায় না, বরং এক পরিবারের পক্ষ হতে এক একটি কুরবানী করলেই চলবে।” [মুয়াত্তা মালেক (ইফা) ২/৭৯ পৃ:]

ইমাম মালেক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ—এর একথাটির ব্যাখ্যা অন্যত্র এভাবে এসেছে :

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِيُهْدَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً

“ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত, তিনি কিছু আলেমের কাছে শুনেছেন, স্বামী-স্ত্রী কুরবানীতে একই উটে শরীক হবে না। প্রত্যেকেরই আলাদা উট কুরবানী করা উচিত।” [মুয়াত্তা ইমাম মালেক – কিতাবুল হাজ্জ الْهَدْيِ (কুরবানীর হাদীর বিভিন্ন আহকাম)]

অর্থাৎ ইমাম মালেকের (রহ) মতে : সার্বিকভাবেই কোন ক্ষেত্রেই তা (ভাগে শরীক হওয়া) জায়েয নয়।” [ই‘লাউস সুনান (ইফা) ৫/৬৪৩পৃ:]

এ পর্যায়ে ইমাম মালেক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে ভিন্ন মত উপস্থাপন করা গেলেও ‘মুয়াত্তা মালেকের’ সূত্রে তাঁর পূর্বোক্ত মতামতটিই পাওয়া যায়। এ কারণে সম্মানিত লেখক নিজেই ইমাম মালেকের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আলোচ্য বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারবেন না। সুতরাং ইমাম মালেকের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বক্তব্য উপস্থাপনে লেখকের কোন ফায়দা হল না।

(গ) শেষে লেখক লিখেছেন : “এদেশে কেবল সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয়, বরং মুক্কীম অবস্থায় সাত পরিবারের সাত-এর অধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দেয়া হচ্ছে।” হাদীসে ভাগা কুরবানীর ক্ষেত্রে ব্যক্তির কথা এসেছে, পরিবারের বর্ণনা নেই। তাই যখন শরীক হবে তখন ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হবে। পক্ষান্তরে পূর্ণাঙ্গ পশু হলে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবারের পক্ষ থেকে হবে। আমাদের উপস্থাপনা এটাই যে, ভাগা বা শরীক কুরবানীর পদ্ধতি মুক্কীম ও মুসাফির উভয়ের জন্যেই উনুজ।

তবে নবী ﷺ কর্তৃক তাঁর পক্ষ থেকে, তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত উম্মাতের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করার সহীহ বর্ণনা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নবী ﷺ নিজে একটি পূর্ণাঙ্গ বকরী কুরবানী করলেও এর সওয়াবের মধ্যে পরিবার ও নিজের উম্মাতকে শরীক করেছেন। ব্যক্তি ভাগা কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে দিলেও সওয়াবের ক্ষেত্রে পরিবারকে তার নিয়্যাতের মধ্যে রাখলে দোষের কিছু নেই। যেভাবে হজ্জে বকরী কেবল ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কিন্তু মুক্কীম অবস্থায় ঐ বকরীই ব্যক্তি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে গণ্য করা যায়। তেমনি উট বা গরুর ক্ষেত্রে একই তুলনা প্রযোজ্য। আর এই তুলনাটি হাদীস থেকেই পাওয়া যায়। আল্লাহই সর্বোক্ত।

অতঃপর তিনি লিখেছেন : “সেই সাথে অনেকের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে ভাগা নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাদ ও মনকষাকষি।” এটাতে ঈমানের দুর্বলতা। আর এ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। যেমন – মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদের শরীকানা নিয়েও তো আপনজনদের মধ্যে বিবাদ ও মনকষাকষি দেখা যায়। তাই বলে কি শরীকানা সম্পত্তির বন্টন পদ্ধতিটিই উঠিয়ে দিতে হবে। যদি তা করা হয় – তবে তো বিধান বিকৃতি বা পরিবর্তন তথা কুফরী কাজ হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!!

লেখকের বক্তব্য :

পরিশেষে যদি কেউ বলেন, মুক্কীম অবস্থায় ভাগা কুরবানীর ব্যাপারে তো কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। উত্তরে বলা চলে যে, এ ব্যাপারে তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশ বা আমলও নেই। অথচ কুরবানী হ'ল একটি ইবাদত। যা রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সম্পন্ন করা অপরিহার্য। যেটা তিনি বলেছেন বা করেছেন, সেটাই শরী'আত। যা তিনি বলেননি বা করেননি, সেটা শরী'আত নয়। যেটা তিনি করেননি সেটা করার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহর সম্মতি হাছিল করা যাবে?

বিশ্লেষণ-১১ :

মুক্কীম অবস্থাতে গরু বা উট কুরবানীতে ভাগের সুস্পষ্ট বর্ণনা আমরা আলী ﷺ-এর ফতোয়া থেকে জেনেছি।

লেখক যদি গরু ও উট কুরবানী মুক্কীমের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন, তাহলেই কেবল তাঁর সিদ্ধান্ত স্ববিরোধী হয় না। কেননা এক্ষেত্রে আমরা তাঁকে বলতে পারি, পূর্ণাঙ্গ একটি উট বা গরু কুরবানী মুক্কীমের জন্য কেবল পরিবারের পক্ষ থেকে হওয়ার নির্দেশ বা আমলের সুস্পষ্ট বর্ণনাও নেই। যা আছে সেটা কেবল মুক্কীমের বকরী/দুমা কুরবানী সম্পর্কে। আবার সেখানেও অন্যদেরকে শরীক করার বৈধতা আছে। অথচ লেখক স্বয়ং কুরবানীর পশু বলতে উট ও গরুকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও হাদীসের 'আম নির্দেশনা গরু ও উট কুরবানী জায়েয করে। আর ঐ একই 'আম নির্দেশনা 'ঈদুল আযহা মাত্রই মুক্কীম ও মুসাফিরের উট বা গরুর ভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভাগ বিষয়টি উট বা গরুর সাথে, মুসাফির অবস্থার সাথে ভাগের সম্পর্ক নেই। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক দিন।

হজ্জ ব্যতীত অন্যান্য সফরের হাদীসে গরু বা উট কুরবানীর ভাগের ক্ষেত্রে আযহা শব্দটি রয়েছে। এরপরেও লেখক সেটাকে মুক্কীম ও মুসাফির উভয়ের 'ঈদুল আযহা গণ্য করেন নি। বরং মুক্কীম অবস্থাতে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে উট ও গরুতেও একই হুকুম প্রযোজ্য করতে চেয়েছেন। যদি সফরের হাদীস দ্বারা উট-গরু মুক্কীমের জন্য বৈধ হয়, তবে উট-গরুর কুরবানীতে সফরের ভাগের পদ্ধতিও বৈধ।

লেখকের বক্তব্য :

বিগত বিদ্বানগণের যুগে সম্ভবতঃ মুক্কীম অবস্থায় ভাগা কুরবানীর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি।

বিশ্লেষণ-১২ :

অর্থাৎ লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী বিগত বিদ্বানগণ মুক্কীমের কুরবানীর ক্ষেত্রে ভাগাভাগির নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যান নি। ফালিল্লাহিল হামদ। তার এই বক্তব্যটুকু তার বিপক্ষেই কার্যকরী হয়। আমরা হাদীসের এ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করে দেখছি, মুহাদ্দিসগণ 'ঈদুল আযহা মাত্র সব কুরবানীতেই শরীক বা ভাগার বর্ণনা এনেছেন। যেভাবে 'ক্বিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ' এবং 'ক্বিয়ামে রমায়ান বা তারাবীহ'র অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। অর্থাৎ উভয় বিষয়মূলে একই, পার্থক্য কেবল গুরুত্ব প্রদান ও প্রেক্ষাপট। কিন্তু আমলটি মৌলিকভাবে একই।

লেখকের বক্তব্য :

যেমন আজকাল পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানীর সাথে একটি গরুর ভাগা নেওয়া হচ্ছে মূলতঃ গোশত বেশী পাবার স্বার্থে। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর উদ্দেশ্য কিভাবে হাছিল হবে? অনেকে হাযার হাযার টাকা দিয়ে বড় গরুর ভাগী হন। কিন্তু তার অর্ধেক টাকা দিয়ে একটি ছাগল কিনতে রাখী নন। এর দ্বারা কি বুঝা যায়? 'কুরবানী' হ'ল পিতা ইবরাহীমের স্নানাত। যা তিনি পুত্র ইসমাইলের জীবনের বিনিময়ে করেছিলেন। আর তা ছিল আল্লাহর পক্ষ হ'তে পাঠানো একটি পশুর জীবন অর্থাৎ দুমা।

বিশ্লেষণ-১৩ :

লেখকের এই অংশটুকু খুবই শিক্ষণীয়। আমাদের নিয়ত যেন এমনটি না হয়। যদি হয় – তাহলে কুরবানীর আমলই বরবাদ হয়ে যাবে। নিচের হাদীসটি প্রমাণ দেয়, হজ্জের ক্ষেত্রে যেভাবে পূর্ণাঙ্গ একটি পশু ব্যক্তি নিজের তরফ থেকে কুরবানী করতে পারে, তেমনি সে উট বা গরুর ভাগেও শরীক হতে পারে।

عن أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْمُتَعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شَرَكٌ فِي دَمٍ

“আবু জামরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে তামাত্তু’ হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে তা করার আদেশ দিলেন। আমি তাকে হাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তাতে একটি উট বা একটি গরু বা একটি বকরী বা একটি দমে শরীকানা হবে।” [সহীহ বুখারী - কিতাবুল হজ্জ [الحج](#) باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج]

হাদীসটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি পূর্ণাঙ্গ পশু বা উট-গরুতে ভাগা উভয় পদ্ধতি হজ্জের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৈধ। কেবল মুক্কীমের জন্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি পশু প্রযোজ্য এমনটি নয়। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে।

আবার এ বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, নবী ﷺ হজ্জে তথা সফরে উট বা গরু কুরবানী দিয়েছেন এবং মদীনাতে বা মুক্কীম অবস্থায় বকরী/দুশা প্রভৃতি কুরবানী দিয়েছেন। এ সম্পর্কে বর্ণনা নিম্নরূপ :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يَهْلُلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُذُنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ

“আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মদীনাতে যোহর চার রাক‘আত এবং যুল হলাইফাতে ‘আসর দু‘রাক‘আত আদায় করলেন। ভোর হলে তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে লাগলেন। এরপর বায়দায় যাওয়ার পর তিনি হজ্জ ও ‘উমরা উভয়ের জন্যে তালবিয়া পাঠ করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে তিনি সাহাবাদের ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। আর (সে হজ্জে) নবী ﷺ সাতটি বুদনা (উট) নহর করেন আর মদীনাতে হুটপুট শিং বিশিষ্ট দু‘টি মেঘ যহহা (কুরবানী) করেন।” [সহীহ বুখারী - কিতাবুল হজ্জ [باب النحر البدن قائمة...](#)]

লক্ষণীয়, এখানে হজ্জ ও ঈদুল আযহাতে একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে একাধিক পশু কুরবানীর প্রমাণ পাওয়া গেল। সুতরাং যে বিষয়টি উন্মুক্ত সে বিষয়ে নিয়তের তারতম্যের পার্থক্য দেখিয়ে লেখক যা উপস্থাপন করেছেন, সেটা শরী‘আত কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়কে নিষেধ করার পক্ষে ঠুনকো যুক্তিমাত্র। কারো নিয়ত যদি বেশী গোশত খাওয়ার জন্যে হয় - সেক্ষেত্রে তার বিষয়টি আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই। নিয়তের বিষয়টি দেখবেন কেবল আল্লাহ তা‘আলা। ব্যক্তিবিশেষের নিয়্যাতের দ্বারা দুনিয়াতে কোন বিধান কার্যকরী করা যায় না। নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্যে এই ধরনের যুক্তি প্রদর্শন আহলুর রায় ও মু‘তাযিলাদের বৈশিষ্ট্য। এটা আহলুস সুন্নাহ তথা আহলুল হাদীস বা মুহাদ্দিসদের পথের অনুসরণ হয় না। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক দিন।

লেখকের বক্তব্য :

এক্ষণে যদি আমরা ভাগা কুরবানী করি, তাহলে পশুর হাড়-হাড়ি ও গোশত ভাগ করতে পারব, কিন্তু তার জীবন ভাগ করতে পারব কি? গোশত সাত জনের ভাগে গেল, কিন্তু পশুর জীবনটা কার ভাগে গেল? অতএব ইবরাহীমী ও মুহাম্মাদী সুন্নাহের অনুসরণে নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ’তে আল্লাহর রাহে একটি জীবন তথা একটি পূর্ণাঙ্গ পশু কুরবানী দেওয়া উচিত, পশুর দেহের কোন খণ্ডিত অংশ নয়।

বিশ্লেষণ-১৪ :

লেখক নিজে হজ্জ ও সফরে কুরবানীর ক্ষেত্রে সাতজনের পক্ষ থেকে ভাগা কুরবানী বৈধ মনে করেন। তাই আমরা লেখকের করা প্রশ্নটি এক্ষেত্রে তাঁকেই করতে পারি। তিনি কেবল মুক্কীমের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী বৈধ মনে করেন। এখানেওতো এক ব্যক্তি শরীক নয়, বরং পরিবার বলতে একাধিক ব্যক্তি। পশুর জীবন ভাগ করার প্রশ্নটি এক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ গরু ও উটে সাত ভাগে কুরবানী হজ্জ ছাড়া ঈদুল আযহাতেও বিধান হিসাবে কার্যকরী করেছেন। পক্ষান্তরে বকরী একজন বা একটি পরিবারের পক্ষ থেকে বৈধ করেছেন। সুতরাং উভয়টিই জায়েয। কিন্তু লেখক উট-গরু কুরবানীর ভাগা মুসাফিরের জন্য জায়েয বললেও এতে মুক্কীমের জন্য ভাগার পদ্ধতি মানছেন না। অথচ দলীল দিচ্ছেন বকরীর হাদীস। আবার ইবরাহীমী ﷺ কেবল দুশা কুরবানী করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে উট কুরবানীর প্রমাণ নেই। হাদীসে ভাগা

কুরবানী তো বিশেষভাবে হজ্জ বা ‘ঈদুল আযহাতে উট বা গরুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্যে লেখক যা বলতে চেয়েছেন – তা অহেতুক আলোচনা। কোন শরী‘আতী আলোচনা নয়। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক দিন।

উপসংহার : আসুন শেষে আমরা জেনে নিই পূর্বোক্ত পশু কুরবানী সম্পর্কিত হাদীসগুলো তুলনামূলক পর্যালোচনা :

হজ্জ কুরবানী	ঈদুল আযহাতে কুরবানী	তুলনামূলক পর্যালোচনা
১) হজ্জ একটি বকরী বা দুম্বা কেবল একজনের পক্ষ থেকে করা যায়। এক্ষেত্রে অন্যদেরকে শরীক করা যায় না।	২) মুক্কীম অবস্থাতে ঈদুল আযহাতে ব্যক্তি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দু’টি বকরী বা দুম্বা করা যায়। নবী ﷺ তাতে নিজ পরিবার ও উম্মাতকেও শরীক করেছেন।	১ ও ২ নং পর্যালোচনা আলোকে বকরীতে অন্যকে শরীক হওয়ার বিষয়টিতে মুক্কীমের বিধান হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়।
৩) হজ্জ পূর্ণাঙ্গ একটি গরু, উট বা দুম্বা একজনের পক্ষ থেকে দেয়া যায়। আবার শরীক বা ভাগেও গরু বা উটে কুরবানী করা যায়। অর্থাৎ স্বাধীনতা আছে।	৪) ঈদুল আযহাতে গরু ও উটে শরীক হওয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাদের কাছে সেটি ‘ঈদুল আযহার মাসআলা। সুতরাং মুক্কীমের ‘ঈদুল আযহার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। আলোচ্য বইটির লেখকের কাছে এটি মুসাফিরের মাসআলা। এ কারণে সেটা মুক্কীমের জন্য প্রযোজ্য নয়। বকরীর ক্ষেত্রে – একটি বকরীতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা যতই হোক না কেন সবাই সওয়াবে শরীক হতে পারে।	৩ ও ৪ নং পর্যালোচনার আলোকে দেখা যাচ্ছে – শরীক বা ভাগে কুরবানীর বিষয়ের সুবিধাগুলো হজ্জ অপেক্ষা ‘ঈদুল আযহা ও মুক্কীম অবস্থায় তুলনামূলক বেশী। আলোচ্য বইয়ের লেখক যদি মুসাফিরের মাসআলা হিসাবে প্রাধান্য না দিতেন, বরং ‘ঈদুল আযহার মাসআলা গণ্য করতেন। তাহলে তিনিও মুক্কীম ও মুসাফিরের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। আর সত্য এটাই যে, মাসআলাটিতে ‘ঈদুল আযহার বিধান হিসাবে দেখতে হবে, মুসাফিরের বিধান হিসাবে নয়।
৫) গরুতে সাতটি ও উটে সাতটি ভাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। বকরী বা দুম্বাতে কোন ভাগের সুযোগ নেই।	৬) ঈদুল আযহাতে গরুতে সাতটি ভাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু উটের ক্ষেত্রে দশটি ভাগের বর্ণনাও রয়েছে। পক্ষান্তরে বকরীর ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যগণকে শরীক করা যায়। উম্মাহকে এর মধ্যে শরীক করার বর্ণনাও পাওয়া যায়।	৫ ও ৬নং পর্যালোচনার আলোকে শরীক ও ভাগে কুরবানীর সুবিধাটি ‘ঈদুল আযহা ও মুক্কীমের কুরবানীতেই বেশী লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং –

ক) কুরআনের ‘আম বর্ণনা দ্বারা ‘কুরবানীর পশু’ বলতে উট, গরু, দুম্বা/ছাগল/ভেড়া প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে মুক্কীম বা মুসাফিরের জন্য স্বতন্ত্র পশুর পার্থক্য করা হয় নি। যদিও মুক্কীমের ক্ষেত্রে দুম্বা/ছাগলের বর্ণনাই বেশী। অবশ্য সাহাবীদের থেকে মুক্কীম অবস্থাতে গরুর ভাগা কুরবানীর বর্ণনা পাওয়া যায়।

খ) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, হজ্জ বা মুক্কীম অবস্থায় একটি পূর্ণাঙ্গ উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ পশু কুরবানী দেয়া মুক্কীমের জন্য স্বতন্ত্র কোন বৈশিষ্ট্য নয়।

গ) নবী ﷺ থেকে হজ্জের একটি দুম্বা/ছাগল প্রভৃতিতে অন্য ব্যক্তির অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। বরং ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি দুম্বা/ছাগল কুরবানী করতে হবে। পক্ষান্তরে ঘরে/মুক্কীম অবস্থাতে একটি দুম্বা/ছাগলে অন্যদেরকে শরীক করার প্রমাণ আছে।

ঘ) হজ্জের ক্ষেত্রে ও সফর অবস্থায় ‘ঈদুল আযহার বিধান হিসাবে উট ও গরুতে ভাগের সুস্পষ্ট বিধান আছে। মুক্কীম অবস্থায় উট ও গরু কুরবানীর ভাগ পদ্ধতি ‘একটি পরিবারের সবার পক্ষ থেকে হতে হবে’ মর্মে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। আলী ؓ থেকে মুক্কীম অবস্থাতে ভাগা কুরবানীর বিবরণ আছে।

ঙ) নবী ﷺ গনীমাতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে একটি উট সমান দশটি ছাগল গণ্য করেছেন। এ মর্মে সফরে ঈদুল আযহার কুরবানীতেও অনুরূপ বন্টন পদ্ধতির সহীহ বর্ণনা আছে। মুহাদ্দিসগণ উভয় বর্ণনাকে ভাগে কুরবানীর সমর্থনে উপস্থাপন করেছেন। তারা এখানে ‘ঈদুল আযহা ও পশুর ধরণকে মূখ্য হিসাবে গণ্য করে বর্ণনাগুলোর দাবীকে মেনে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য বইটির লেখক এই অবস্থাকে মুসাফিরের কুরবানী হিসাবে স্বতন্ত্র বিধান গণ্য করেছেন।

চ) সফর বা মুসাফিরের অবস্থা বর্ণনা ছাড়া কেবল ‘ঈদুল আযহার শব্দ প্রয়োগে সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে। যেখানে গরু কুরবানীর ক্ষেত্রে সাতটি ভাগের বর্ণনা আছে।

ছ) ভাগের বিষয়টি পশুর সাথে জড়িত। সেটা উট বা গরু হলে তখনই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে লেখক ভাগের বিষয়টিকে সফরের সাথে জড়িত হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ মুহাদ্দিসগণ উট ও গরুর ক্ষেত্রে ভাগের বিধানটি প্রযোজ্য করেছেন। মুসাফির বা মুক্কীমের বিষয়টিকে এ সম্পর্কিত মাসআলার মূখ্য বিষয় গণ্য করেন নি।